তারিখ: 24 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ৬

সমকাল

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনা

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ | বদরুদ্দীন উমর

সভাপতি
জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

শ্যামল কান্তি ভক্ত নামে নারায়ণগঞ্জের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সেখানকার স্থানীয় সংসদ সদস্য স্কুলের ছাত্র এবং এলাকার লোকদের সামনে কান ধরে ওঠবস করিয়েছেন! এই শিক্ষক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ সভা হচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরেই। শিক্ষকের অপরাধ, তিনি নাকি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন! কথা হলো, ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে যে কেউ সমালোচনা ও বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন। সে সমালোচনার ধরন এবং মর্মবস্তু নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে বা অন্য যে কোনো বিষয়ে নিজের মতপ্রকাশের জন্য একজনকে কান ধরে ওঠবস করিয়ে লাঞ্ছিত করার ব্যাপার কোনো সভ্য সমাজে নেই। নারায়ণগঞ্জের মূর্খ ও নিম্নসংস্কৃতিসম্পন্ন সংসদ সদস্য এ কাজ করে বাংলাদেশের সমাজে সভ্যতার অভাবই প্রমাণ করেছেন। এ কথা আরও বিশেষভাবে সত্য এজন্য যে, প্রধান শিক্ষকের এই লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে তারই স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় লোকদের উপস্থিতিতে। তারা ভয় বা অন্য যে কারণেই হোক, এ ঘটনার প্রতিবাদ করে সংসদ সদস্যের এই অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। এর থেকেও প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কতখানি বিপন্ন এবং অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে জনগণের কোনো নিরাপত্তা যে কোনো দিক থেকেই থাকার কথা নয়, এটাই স্বাভাবিক। এই 'স্বাভাবিক' অবস্থাই বর্তমান বাংলাদেশে বিরাজ করছে।

প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের ওপর নির্যাতন যে ইসলাম ধর্ম অবমাননা করার জন্য হয়েছে, এটা মনে করার কারণ নেই। শিক্ষক নিজেই বলেছেন যে, তিনি এই ধরনের কোনো উক্তি করেননি। তাছাড়া যে সংসদ সদস্য ইসলাম অবমাননা করার জন্য প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছেন, ইসলাম ধর্মের পাবন্দ হিসেবে তার কোনো সুখ্যাতি ও পরিচয় নেই। উপরন্তু তিনি প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অনেক অপকর্ম করার জন্যই নারায়ণগঞ্জে সাধারণভাবে পরিচিত। কাজেই শিক্ষক লাঞ্ছনার কারণ অন্য কিছু। তারা শুধু প্রধান শিক্ষককে এভাবে লাঞ্ছিত করে আহত করেই ক্ষান্ত হননি। সংসদ সদস্যের অনুগত স্কুল কমিটি প্রধান শিক্ষকের কথিত ইসলাম ধর্মবিরোধী বক্তব্যের জন্য তাকে তার চাকরি থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরখাস্ত করেছেন!

সারাদেশে এই নির্যাতনের এবং অসভ্যতার বিরুদ্ধে যেভাবে আন্দোলন চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিষয়টি আমলে নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষককে তার পদে পুনর্বহাল করেছে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রণালয় সংসদ সদস্যের হুকুমে ওঠবস করা স্কুল কমিটিকেও বরখাস্ত করেছে। হাইকোর্টের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেলিম ওসমান সম্পর্কে তাদের আদেশ যে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, এতে সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতির মুখে পড়ে উপরোক্ত সংসদ সদস্য হেফাজতে ইসলামের স্থানীয় লোকজনকে দিয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সমাবেশ-মিছিল করিয়েছে। তারা দাবি করছে, ইসলাম ধর্ম অবমাননার জন্য প্রধান শিক্ষকের ফাঁসি! এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হেফাজত ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটি নারায়ণগঞ্জে হেফাজতে ইসলামের এই কাজের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছেন। এর থেকে ভালোভাবেই বোঝা যায় যে, নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় হেফাজত কমিটি সেখানকার সংসদ সদস্যের প্ররোচনাতেই এ কাজ করেছে। ইসলাম ধর্ম অবমাননার ব্যাপারে যদি ঘটেও থাকে, তাহলেও তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে গণতন্ত্র ও সভ্যতার যে কোনো সম্পর্ক নেই এবং এটা যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপেও মধ্য যুগে খ্রিস্টধর্মের বিরোধিতা, এমনকি খ্রিস্টধর্ম সংস্কারের চেষ্টা যারা করতেন, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পুড়িয়ে পর্যন্ত মারা হতো। বাংলাদেশে এখন যেভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনার নামে সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের দাবি করা হচ্ছে এবং বাস্তবত তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এর থেকে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ২৪ বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে সভ্যতার পরিবর্তে বর্বরতার প্রাধান্যই এখন দেখা যাচ্ছে।

সংসদ সদস্যের অনুগত স্কুল কমিটি প্রধান শিক্ষকের কথিত ইসলাম ধর্মবিরোধী বক্তব্যের জন্য তাকে তার চাকরি থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরখাস্ত করেছেন! সারাদেশে এই নির্যাতনের এবং অসভ্যতার বিরুদ্ধে যেভাবে আন্দোলন চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিষয়টি আমলে এনেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষককে তার পদে পুনর্বহাল করেছে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রণালয় সংসদ সদস্যের হুকুমে ওঠবস করা স্কুল কমিটিকেও বরখাস্ত করেছে। হাইকোর্টের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেলিম ওসমান সম্পর্কে তাদের আদেশ যে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, এতে সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতির মুখে পড়ে উপরোক্ত সংসদ সদস্য হেফাজতে ইসলামের স্থানীয় লোকজনকে দিয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সমাবেশ-মিছিল করিয়েছে

প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের ওপর নির্যাতনকে অনেকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছে। এটা এক মহামতলববাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইসলাম ধর্মবিরোধিতার নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যারা হিন্দু নয়। সম্প্রতি কুষ্টিয়ার এক মুসলমান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হত্যা এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুসলমান অধ্যাপককে মারাত্মকভাবে আহত করার ঘটনা ঘটেছে নারায়ণগঞ্জের এই ঘটনার পর। তাদের দু'জনের 'অপরাধ', তারা বাউল চিন্তাধারার অনুসারী এবং বাউল ভক্ত। শুধু এটাই নয়। কয়েকদিন পরপরই দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম-বিরোধিতার অজুহাতে একেবারে নিরীহ লোকদের হত্যা করা হচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগে বান্দরবানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। এসব হত্যার দায় আইএস বা ইসলামিক স্টেটের পক্ষ থেকে স্বীকার করে বাহাদুরি করা হচ্ছে। আসলে এসব হত্যা প্রকৃতপক্ষে আইএস করছে, না অন্য কোনো এজেন্সি তাদের নামে এটা চালিয়ে দিচ্ছে এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এটা অবশ্যই বলা যায় যে, যারা এভাবে ধর্মের নাম নিয়ে ক্রিমিনাল কাজ করছে তারা এবং নারায়ণগঞ্জের সংসদ সদস্যের মতো সমাজবিরোধীরা একই কাতারের লোক। তারা একই গর্তের শিয়াল।

বাংলাদেশ এখন এক মহাসংকটের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। এই সংকটের মূল দিক হচ্ছে, এ দেশে গণতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিনাশ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে গণতন্ত্রের যে চর্চা হয়েছিল, গণতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের যে বিকাশ হয়েছিল, সে ঐতিহ্য বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী ও তাদের সরকার ধূলিসাৎ করার ফলে দেশে শুধু ধর্মের নামে হত্যাকাণ্ডই নয়, নানা ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের নামে যে নির্যাতন এবং অপরাধ হচ্ছে তাকে দেশে সাধারণভাবে বিরাজমান সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিনাশ থেকে পৃথক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

২৩.৫.২০১৬